بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ ফাল্গুন ১৪৩২
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বাণী

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় ভাষা শহীদদের এই আত্মত্যাগ শুধু ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলোনা, তাঁদের এই আত্মত্যাগের সিঁড়ি বেয়ে আমরা পেয়েছি মাতৃভূমির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সাংস্কৃতিক চেতনা ও মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা।

ভাষা আন্দোলনের গৌরবময় চেতনাকে ধারণ করে প্রবর্তিত একুশে পদক আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননাগুলোর মধ্যে একটি। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, গবেষণা, সমাজসেবা, সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধনে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মানিত করার মাধ্যমে আমরা যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করি, তেমনি আগামী প্রজন্মের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করি।

একুশে পদক ২০২৬-এ ভূষিত সকল গুনীজনকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। আমি বিশ্বাস করি, এই গুণীজনেরা আমাদের জাতির আলোকবর্তিকা। তাঁদের সৃজনশীলতা, প্রজ্ঞা ও মানবিক মূল্যবোধ

একটি ন্যায়ভিত্তিক, স্বনির্ভর ও গণতান্ত্রিক এবং মানবিক সমাজ বিনির্মাণে আমাদের দিকনির্দেশনা দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জনগণের বাক ও ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সমতা প্রতিষ্ঠাই ছিল একুশের মূল চেতনা। এই চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে জ্ঞানচর্চা, উদ্ভাবন ও সামাজিক দায়িত্ববোধকে সমন্বিতভাবে সামনে এগিয়ে নিতে হবে।

একুশে পদকে ভূষিত গুণীজনদের কর্ম ও আদর্শ আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও মূল্যবোধকে আরও সমৃদ্ধ করবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। আমি একুশে পদক-২০২৬ প্রদান উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

তারেক রহমান

Scanned with CamScanner